43

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

'কি' এবং 'কী'-এর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় প্রশ্নের বেলায় 'কি' এবং 'কী'-এর যথাযথ ব্যবহার হইতে প্রায়শঃই দেখা যায় না। তাহার মধ্যে আমাদের দেশের পাঠ্য পুস্তকসমূহে এই ভুল অধিকমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত পাঠ্য পুস্তকসমূহে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রশ্নমালা তৈরীতে 'কি'-এর ব্যবহার অধিক। অথচ সেইসব স্থানে 'কি'-এর স্থলে 'কী' ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের বইসমূহে একমাত্র 'কি'-এর ব্যবহার দেখানো হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যেমন প্রশ্ন করা হইয়াছে, ভিটামিন ডি-এর অভাবে কি রোগ হয়? যদিও বাস্তবে এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হইয়াছে কোনো রোগ হয় কিনা? উত্তরে শুধু হ্যাঁ বলিলে চলে। কিন্তু শিক্ষার্থী এই 'কি'-এর দ্বারা বুঝিয়াছে, যে রোগ হয় তাহার নাম বলিতে হইবে বা লিখিতে হইবে। অথচ এই উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্নে 'কি'-এর স্থলে 'কী' হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলো। ছাত্র-ছাত্রীরা ছোটবেলা হইতে কেবল প্রশ্ন করিতে 'কি'-এর ব্যবহারের সহিত অধিক পরিচিত। ইহার জন্য যেমন পুস্তক রচয়িতারা দায়ী, তেমনি দায়ী শিক্ষকেরাও। আমার অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি, অনেক উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকও এই 'কি' এবং 'কী'-এর পার্থক্য জানেন না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও একই ভুল থাকিয়া যায়। ইংরেজীতে যে প্রশ্নে 'হোয়াট' থাকিবে তাহার বাংলা প্রশ্নে 'কী' হইবে। আর যাহাতে হোয়াট বাদ দিয়া শুধুমাত্র টু বি ভার্ব সামনে দিয়া প্রশ্ন করা হয়, সেই প্রশ্নের বাংলায় 'কি' লিখিতে হইবে। আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহেও 'কি' এবং 'কী'-এর ব্যবহার সঠিকভাবে হয় না। বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

হারুনুর রশিদ আরজু,
ছাগলনাইয়া, ফেনী।